দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

024

ঢাকা শহরের লেখাপড়া—শেষ পর্ব

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ডোনেশন লাখ টাকা

॥ আমীর খসরু ॥

ছেলে কিংবা মেয়েকে 'ভাল স্কুলে' ভর্তি করাতে ডোনেশনের নামে প্রচুর অর্থ দিতে হয়। আজকাল ডোনেশন নিয়ে নিলাম ওঠে। ঢাকার অভিজাত একটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করাতে এক লাখ টাকাও ডোনেশন দিতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে না এই ডোনেশনের কথা। তবে ঢাকার আইডিয়াল স্কুলে ৫ম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে ভর্তি করাতে লেগেছে ৪০ হাজার টাকা ডোনেশন—যা স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বীকার করেছেন।

ভাল স্কুলের স্বল্পতার কারণে ডোনেশন নেয়। যেমন চলে তেমনি চলছে স্কুল ব্যবসা। ১০টি কিণ্ডার গার্টেনের উপরে পরিচালিত এক জরিপে লক্ষ্য করা গেছে, স্কুল প্রতিষ্ঠা এখন আর মহৎ সমাজকর্ম নয়, শুধুমাত্র ব্যবসা—অন্য দশটি ব্যবসার মতই। ১০টি কিণ্ডার গার্টেনের মালিকানার উপরে পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে স্কুলগুলো সবই লাভজনক প্রতিষ্ঠান। তবে প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা 'লাভের' কথা স্বীকার করেননি। কিন্তু তাদের বর্তমান ও অতীত জীবনধারার তুলনা, বিত্ত-বেসাত ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, কোন ছোট স্কুলেরও লাভ মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার কম নয়। সরকারী জরিপ অনুযায়ী, শতকরা ৫৩ভাগ স্কুল

(শেষ পৃ:৮-এর ক: দ্র:)

ঢাকা শহরের লেখাপড়া

(১ম পাতার পর)

একক মালিকানায় চলছে। সরকারী জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্কুলের নিজস্ব কোন ভবন নেই। অথচ নিয়মানুযায়ী এটা জরুরী।

একক মালিকানাধীন ১০টি কে,জি স্কুলের ওপরে আমাদের পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ১০ জনের ২ জন ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক, ৩ জন চাকরি বা অন্য পেশায় থাকলেও স্কুল মালিক, ২ জন স্কুল প্রতিষ্ঠা ও শেষে লাভজনক মনে হওয়ায় চাকরি ছেড়েছেন এবং বাকী ৩ জন কোন পেশায় ঠাই না পেয়ে স্কুল খুলেছেন। জরিপকালে একটি বিস্ময়কর তথ্য আমরা পেয়েছি। মিরপুরের একটি স্কুলের মালিক কোন পেশায় ঠাই না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত স্কুল খুলেছিলেন স্ত্রীর গয়নাগাটি বিক্রি করে। এখন তার নিজের গাড়ী, বাড়ী সবই আছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ডেপুটি স্পীকার কোরবান আলীর র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটের বাসভবনের একাংশে একটি স্কুল আছে। এ ছাড়াও সমাজে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকজন আমলা, ব্যবসায়ীসহ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ স্কুলের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন বলে অনুসন্ধানে দেখা গেছে।

ডোনেশন সমাচার

ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি 'অভিজাত ও ভাল' বলে পরিচিত স্কুলে ডোনেশন নেয়া হয়। অভিজাত ও ভাল বলে পরিচিত ১৫টি বেসরকারী স্কুলের ওপরে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ১২টি স্কুলেই ডোনেশন নেয়া হচ্ছে। আইডিয়াল স্কুলে এ বছর ৫ম শ্রেণীর একটি ছাত্র ভর্তি করাতে ডোনেশনের নামে অর্থ নেয়া হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। একথা প্রধান শিক্ষক ফয়েজুর রহমান স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, ৪ বছর ধরে এ নিয়ম চলছে। শতকরা ১০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলে ভর্তি করানো হয় ডোনেশনের ভিত্তিতে। এর মধ্যে যে বেশী ডোনেশন দেবে সেই প্রথম সুযোগ পাবে।

ঢাকার অন্যান্য অভিজাত স্কুলে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, একটি স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি করাতে একজন অভিভাবকের লাখ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন দিতে হয়েছে।

ডোনেশনের হার দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৮০ সালে ডোনেশনের হার ছিল সর্বোচচ ৫ হাজার। ১৯৮২ সালে ভিখারুন নেসা নুন স্কুলে ডোনেশন নেয়া হয়। তখন ডোনেশনের হার ছিল ১০ হাজার কিংবা একটু বেশী।

অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে একটি সরকারী স্কুলে ডোনেশন নেয়া হয়েছে। সরকারী স্কুলে কিভাবে ডোনেশনের নামে অর্থ নেয়া হয় এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তার কাছে। তিনি বলেন, সরকারী স্কুলে ডোনেশন নেয়া হয় না, হয় 'ঘুষ'।

ডোনেশনের ব্যাপারে ভিখারুন নেসা নুন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেছেন, ডোনেশন নিয়ে ভর্তি ঠিক নয়, এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ব্যাহত হয়। তিনি জানান, ঢাকার বহু স্কুলে ডোনেশন নেয়া হয় একথা ঠিক; আর লাখ টাকা দিয়ে স্কুলে ভর্তি করাতেও অনেকে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, আমার স্কুলে ডোনেশনের নামে অর্থ নেয়ার ব্যাপারে অভিযোগ ঠিক নয়। তবে অনেকে আমার অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নামে 'বদনাম' করে। তাই আমি ভর্তি পরীক্ষার পুরো ব্যবস্থাই পরিবর্তন করেছি। তবে ভি, আই, পিদের অনেকে অনুরোধ করে টেলিফোন বা তদবির করে।